ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ওয়াসা

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

"ওয়াসা ভবন"
৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা।

স্মারক নং-৪৬.১১৩.৫০২.০০.০০.৭৫৩.২০০৬.ভলি-২. ৯৭৯ তারিখ : ২৭ .১১.২১ ইং।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।
(দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ মোহাম্মদ শামছুল ইসলাম, উপসচিব, প্রশাসন-২ শাখা) ।

বিষয় ঃ মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিগত(পঞ্চাশ) বছরের কার্যক্রম/অর্জন/সাফল্যগাঁথা সম্বলিত প্রকাশনা/ম্যাগাজিন প্রকাশের লক্ষ্যে তথ্য প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্র: ৪৬.০০.০০০০.০৪১.৩৩.০০৩.২০২১-১৪৪৮; তারিখ:২৮.১০.২০২১ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৮.১০.২০২১ তারিখ এর স্থানীয় সরকার বিভাগের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বিগত (পঞ্চাশ) বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম,অর্জন,সাফল্য সম্পর্কিত Thematic (বিষয়ভিত্তিক), তথ্যভিত্তিক, ফিচারধর্মী, Graphical Presentation, তথ্যচিত্র ও স্থিরচিত্র সম্বলিত একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে প্রেরণের অনুরোধ জানায়। সেপ্রেক্ষিতে, ঢাকা ওয়াসা বিগত (পঞ্চাশ) বছরের উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম,অর্জন,সাফল্য সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্যাদির একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আপনার সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্যে এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক।

২৮/১১/২১

প্রকৌশলী তাকসিম এ খান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ঢাকা ওয়াসা।
টেলিফোন ঃ ৮১৮৯৬২৬

বিশেষ প্রকাশনা/ ম্যাগাজিন প্রকাশের লক্ষ্যে
বিগত ৫০ বছরের উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন/ সাফল্য

১৯৬৩ সালে ঢাকা শহরের পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশনের জন্যে একটি সেবামূলক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ঢাকা ওয়াসা) প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়াসা আইন-১৯৯৬ প্রণীত হলে ঢাকা ওয়াসা উক্ত আইন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন এর মত ২টি অতি গুরুত্বপূর্ণ সেবাদান কাজের দায়িত্ব ঢাকা ওয়াসার উপর ন্যস্ত।

- **পানি উৎপাদন ও সরবরাহ :**

ঢাকা শহরে প্রথম পরিকল্পিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা শুরু হয় ১৮৭৪ সালে নবাব খাঁজা আব্দুল গনি নির্মিত চাঁদনিঘাট পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের মাধ্যমে। ১৯৬৩ সালে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত ৩৩টি গভীর নলকূপ ও চাঁদনিঘাট পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট নিয়ে ঢাকা শহরবাসিদের পানি সরবরাহের জন্য ঢাকা ওয়াসা গঠিত হয়। তখন রাজধানীবাসীর দৈনিক পানির চাহিদা ১৫ কোটি লিটার এর বিপরীতে ঢাকা ওয়াসার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ১৩ কোটি লিটার। ১৯৭১ সালে ঢাকা শহরের ১৫,২৩,০০০ বাসিন্দাদের ২৬ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে মাত্র ১৮ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করা হতো। সেখানে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি ঢাকা মহানগরবাসীর দৈনিক ২৬০-২৬৫ কোটি লিটার পানির চাহিদার বিপরীতে ঢাকা ওয়াসা ২৭০-২৭৫ কোটি লিটার পানি উৎপাদনের সক্ষমতা অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর পানির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ঢাকা ওয়াসা নলকূপ-স্থাপন ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ করে। সাথে সাথে পানি শোধনাগার প্রকল্প নির্মাণেও প্রচেষ্টা নেয়। ১৯৭৮ সালে ও ১৯৯৬ সালে চাঁদনিঘাট পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্টের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে প্লানটির উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ৩.৯ কোটি লিটারে উন্নীত করা হয় । ১৯৯৬ সালে দৈনিক ২২.৫ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-১) এর কাজ শুরু করে তা ২০০২ সালে সমাপ্ত হয়। কিন্তু তখনও চাহিদার তুলনায় পানি সরবরাহে ঘাটতি ছিলো। ২০১২ সালে দৈনিক ২২.৫ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-২) সমাপ্ত হওয়ার পর ঢাকা ওয়াসা চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত পানি উৎপাদনে সক্ষমতা অর্জন করে। ঢাকা ওয়াসাকে স্মার্ট পানি ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক পয়ঃব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য ২০১০ সালে 'ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা কর্মসূচি' হাতে নেওয়া হয়। এই কর্মসূচির আওতায় ঢাকা মহানগরীতে টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব পানি সরবরাহ কৌশলের অংশ হিসেবে ঢাকা ওয়াসা পানি উৎপাদন ব্যবস্থা ৭০ ভাগ ভূ-উপরিস্থ উৎস হতে এবং ৩০ ভাগ ভূ-গর্ভস্থ উৎস হতে উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য একটি ওয়াটার মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন করে বিভিন্ন মেগা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে দৈনিক ৪৫ কোটি লিটার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ করে তা ২০১৮ সালে চালু করা হয়। এছাড়া মিরপুর এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য সাভারের ভাকুর্তায় দৈনিক ১৫ কোটি লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ওয়েলফিল্ড প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে ৮৬৯টি গভীর নলকূপ এবং ৫টি পানি শোধনাগার এর মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসা রাজধানীবাসীকে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করছে। ঢাকা ওয়াসা ওয়াটার মাস্টার প্লানের নির্দেশনা এবং প্রণীত মিশন-ভিশনকে সামনে রেখে অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বেশ কয়েকটি বৃহৎ (Mega) প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে তুলে ধরা হ'ল।

(১) ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট :

'ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট' এর মাধ্যমে দৈনিক প্রায় ৫০ কোটি লিটার পরিশোধিত পানি ঢাকা শহরে সরবরাহ করা হবে। এডিবি, ইআইবি ও এএফডি এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে যা জুন, ২০২৪ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ৮১৫১.০৭ কোটি টাকা।

চিত্র: গর্ব্বপুর পানি শোধনাগার নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর সাথে সরকার বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী এবং ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়।

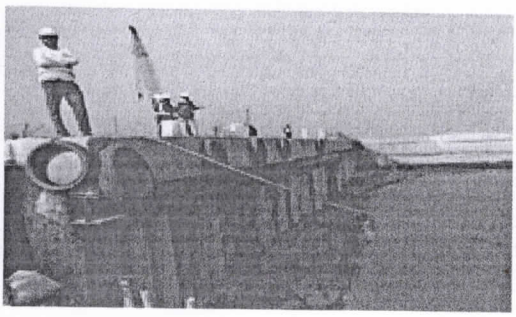

চিত্র: ইনটেক সাইড

(২) সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার (ফেজ-৩) প্রকল্প :

প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ড্যানিডা, ইআইবি, কেএফডব্লিউ ও এএফডি এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত মোটব্যয় ৭৫৮১৮.০২ কোটি টাকা এবং জুন'২০২৫ সাল নাগাদ প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

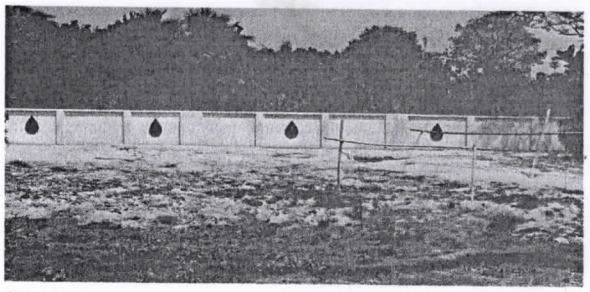

চিত্র: প্রস্তাবিত সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) এর ইনটেক এলাকার উন্নয়ন।

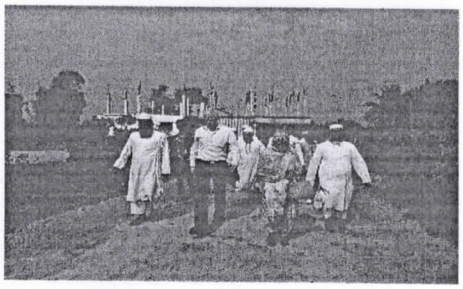

চিত্র: PMU কর্তৃক ইনটেক এলাকা পরিদর্শন

(৩) ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট :

ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষনিক অধিক উচ্চ চাপে নির্ভরযোগ্য পানি সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে এডিপির আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরকে ১৪৫ টি DMA (District Metered Area) এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। ইতোপূর্বে অন্য প্রকল্পের আওতায় ৬৩টি DMA কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্টগুলি বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত ৩১৮২.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রতিষ্ঠিত DMA এলাকায় পানির সিস্টেম লস (NRW) ৪০% থেকে হ্রাস পেয়ে ১০% এর নিচে নেমে এসেছে যা দক্ষিণ এশিয়ায় দেশগুলোর মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে । ডিসেম্বর,২০২৩ সাল নাগাদ প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চিত্র: ICB 2.8 এর অধীনে PMU এবং CPP এর মধ্যকার চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।

চিত্র: ICB 2.8 এর অধীনে উত্তরায় অবকাঠামো এলাকা পরিদর্শন।

- **পয়ঃ সেবা :**

ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে সীমিত আকারে পাইপ-লাইন সুয়ারেজ ব্যবস্থা চালু হয়। তখন হতেই খুব ধীরগতিতে স্যুয়ারেজ সিস্টেম উন্নয়ন হতে থাকে। স্বাধীনোত্তর ঢাকা ওয়াসা সুয়েজ কালেকশন নেট-ওয়ার্কসহ একটি পূর্ণাঙ্গ সুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়। প্রকল্পের আওতায় ১৯৭৮ সালে পাগলায় দৈনিক ১২ কোটি লিটার পয়:বর্জ্য পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পয়:শোধনাগার নির্মাণ করা হয়। ১৯৯২ সালে প্রকল্পটি আধুনিকায়ন করা হয়। বর্তমানে মাত্র ২০% এলাকা পয়:সেবার আওতায় রয়েছে। ঢাকা শহরকে শতভাগ পয়:সেবার আওতায় আনার জন্যে ঢাকা ওয়াসা ২০১৪ সালে একটি স্যুয়ারেজ মাস্টারপ্লান প্রণয়ন করে। স্যুয়ারেজ মাস্টার প্লান অনুযায়ি ঢাকা শহরকে ৫টি স্যুয়ারেজ ক্যাচমেন্ট এরিয়ায় যথা ক. দাশেরকান্দি স্যুয়ারেজ ক্যাচমেন্ট খ. মিরপুর স্যুয়ারেজ ক্যাচমেন্ট গ. রায়ের বাজার কল্যাণপুর স্যুয়ারেজ ক্যাচমেন্ট ঘ. পাগলা স্যুয়ারেজ ক্যাচমেন্ট এবং ঙ. উত্তরা স্যুয়ারেজ ক্যাচমেন্ট ভাগ করে ঢাকার চারপাশে ৫টি পয়ঃশোধনাগার নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ঢাকা ওয়াসা উল্লেখিত ৫টি পয়:শোধনাগার নির্মাণ করে নগরবাসিকে শতভাগ পয়ঃ সেবা প্রদানে বদ্ধপরিকর। এতদুদ্দেশ্যে ঢাকা ওয়াসা নিম্ন বর্ণিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে।

১.দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৯ আগস্ট,২০১৮ সোনারগাও হোটেলে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাশেরকান্দি পয়ঃ শোধনাগার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হাতিরঝিল, গুলশান, বনশ্রী, বারিধারা, বসুন্ধরা, বনানী, রাজাবাজার, তেঁজগাও এবং তৎসংলগ্ন এলাকার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক আধুনিক পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থার সুবিধাদি লাভ করবে। দৈনিক ৫০ কোটি লিটার পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রকল্পটি ঢাকা ওয়াসার একটি অন্যতম বৃহৎ প্রকল্প যার মাধ্যমে ২০২৩ সালের মধ্যে মহানগরবাসীকে পয়ঃ সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭১২.৫৪ কোটি টাকা এবং চীনের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

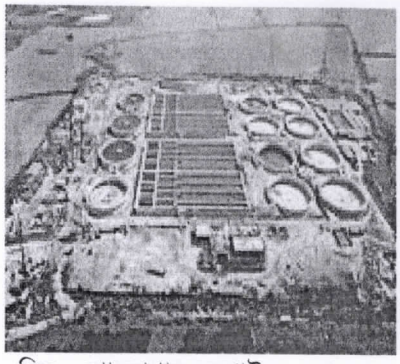

চিত্র: শোধনাগার কম্পাউন্ড

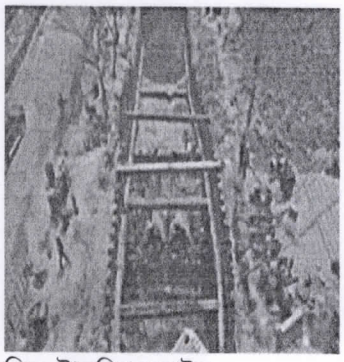

চিত্র: ট্রান্সমিশন লাইন

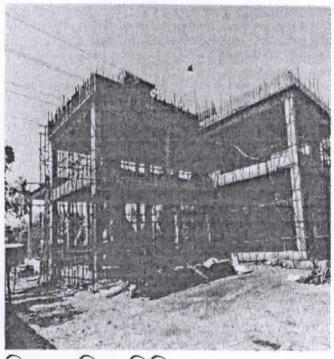

চিত্র: অফিস বিল্ডিং

২. ঢাকা স্যানিটেশন ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট :

প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংক এবং এআইআইবি এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের অধীনে পাগলা পয়ঃ শোধনাগারের সক্ষমতা দৈনিক ২০ কোটি লিটার বৃদ্ধিসহ পয়ঃ কালেকশন লাইন নির্মাণ করা হবে। যার ফলে প্রায় ১.৫ কোটি লোককে পয়ঃ সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৫৫.৬০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৪ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত।

৩. উত্তরা পয়:শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প :

উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্যে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ এগিয়ে চলছে।

৪. রায়েরবাজার পয়:শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প :

রায়েরবাজারসহ ঢাকার পশ্চিম অংশে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্যে একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডির কাজ এগিয়ে চলছে।

৫. মিরপুর পয়:শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্প :

মিরপুর এলাকায় একটি পয়:শোধনাগার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হয়েছে। গোরান চাটবাড়ি ড্রেনেজ পাম্প এলাকায় প্লান্টের জন্য জায়গা প্রাপ্তির বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে আলোচনা চলছে।

- ড্রেনেজ সেবা :

স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ১৯৮৯ সালে ড্রেনেজ সেবা ব্যবস্থা ঢাকা ওয়াসার কর্মপরিধিতে যুক্ত হয়। পরবর্তীতে ঢাকা মহানগরীকে জলজটমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ২০১৬ সালে ঢাকা ওয়াসা একটি ড্রেনেজ মাস্টার প্লান প্রণয়ন করে। ঢাকা ওয়াসার ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা বিগত ৩১ই ডিসেম্বর'২০২০ খ্রিঃ থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

- প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি :

ঢাকা ওয়াসা গ্রাহক সেবা প্রদানকারী ১০টি মড্স ও ১২টি রাজস্ব জোন অন-লাইনের মাধ্যমে পানি ও পয়ঃ সংযোগের আবেদন গ্রহণের ব্যবস্থা চালু এবং মোবাইল ফোন ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পানি ও পয়ঃ বিল পরিশোধ করার ব্যবস্থা চালু করেছে। ঢাকা ওয়াসার সম্মানিত গ্রাহকগণের অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ওয়াসা লিংক ১৬১৬২ সার্বক্ষণিক চালু আছে। উক্ত নম্বরের মাধ্যমে গ্রাহকগণ পানি ও পয়ঃ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ দাখিল করতে পারেন বা অভিযোগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। বর্তমানে, ঢাকা ওয়াসা পানি সরবরাহে DMA (District Metered Area) স্থাপন করে স্মার্ট পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় অগ্রসর হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার গভীর নলকূপ সমূহের পাম্প-মোটর, ক্লোরিনেশন, জেনারেটর প্রভৃতি SCADA সিস্টেমের মাধ্যমে অটোমেশনের আওতায় পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ই-সেবায় যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসাবে ই-বিলিং (e-Billing), ই-জিপি (e-GP), ই-পানি ও পয়ঃ সংযোগ (e-Connection), ই-নথি (e-Filing) এবং ই-রিক্রুটমেন্ট (e-Recruitment) বাস্তবায়ন করে ঢাকা ওয়াসা ডিজিটাল ওয়াসায় (Digital WASA) রূপান্তরিত হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে পাম্প চালক ছাড়া পাম্প-মোটর চালু ও বন্ধ করা যাচ্ছে। ঢাকা শহরের ভাসমান জনগোষ্ঠীসহ অন্যান্যদের সুপেয় পানির চাহিদা মেটানোর জন্য ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন বিভিন্ন পানির পাম্প থেকে লিটার প্রতি ৪০ পয়সা মূল্যে Water ATM থেকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসা এ যাবত মোট ২১০টি পয়েন্টে **ATM (Automated Trailer Machine)** বুথ স্থাপন করেছে।। এই ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগিয়েছে এবং বিভিন্ন মহলে এর গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে।

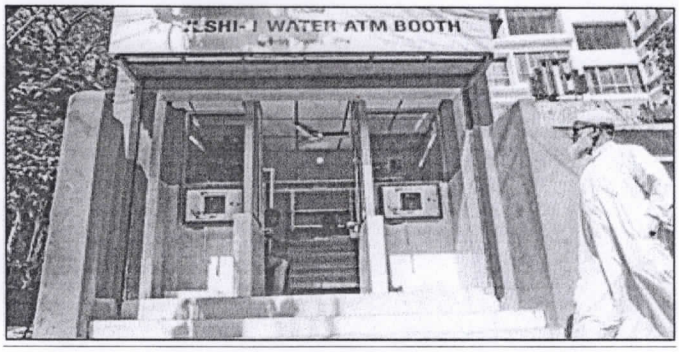

চিত্র: **ATM (Automated Trailer Machine)**

- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ঃ

ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থায় ঢাকা ওয়াসার আওতাধীন সকল বিভাগ ও প্রকল্প অফিস সকল প্রকার ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে। ঢাকা ওয়াসা সফ্টওয়ার ভিত্তিক স্টোর ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। ফলে সরকারি সম্পদের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং দক্ষতা আনয়ন সম্ভব হচ্ছে। অন-লাইনে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চাকুরী প্রার্থীগণ দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে দ্রুততার সাথে অন-লাইনে তাঁদের আবেদন পাঠাতে পারছেন এবং সাথে সাথে অফিস কর্তৃক নিশ্চয়তা পত্র প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দৈনিক উপস্থিতি ম্যানুয়াল রেজিষ্টার পদ্ধতির পরিবর্তে বায়োমেট্রিক ফিঙ্গার প্রিন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ধরনের ছুটির আবেদন জমা ও অনুমোদন ওয়েব বেইজড অন-লাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, ঢাকা ওয়াসার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার ধারাবাহিকতায় প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০-২১ অর্থ বৎসরে

মোট ৯৯টি বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে ঢাকা ওয়াসার ২৪৫৬ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন। ঢাকা ওয়াসা সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ফলে সংস্থার অপারেটিং রেশিও ০.৯০ থেকে কমে ০.৬৬ এ নেমে এসেছে (বৈশ্বিক আদর্শমান ০.৬৫) । বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ২০টি অধিদপ্তর/সংস্থা/সিটি কর্পোরেশনসমূহের মধ্যে ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরে যথাক্রমে প্রথম,তৃতীয় ও প্রথম স্থান অধিকার করে যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার এক অনন্য মাইলফলক।

- **করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় ঢাকা ওয়াসার গৃহীত পদক্ষেপ ঃ**

বৈশ্বিক অতিমারি করোনা কালিন সময়ে ঝুঁকি মুক্ত হাত ধোয়ার জন্য "প্যাডেল হ্যান্ড ওয়াস ব্যবস্থাপনা " ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ''খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি" চালু করা হয় । স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের **মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম মহোদয়** এ কর্মসূচিদ্বয় উদ্বোধন করেন। তাছাড়া, ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রায় ১০০ টি পানির ট্যাংক স্থাপন ও সাবান ব্যবহারের মাধ্যমে হাত ধোয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ডিজইনফেক্ট ইউর জোন-কর্মসুচির আওতায় প্রতিদিন প্রায় ৪০০ কি:মি: রাস্তা জীবানুনাশক পানি ছিটানো হয়। বিদেশী কন্ট্রাকটরের মাধ্যমে কিছু মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করা হয়।

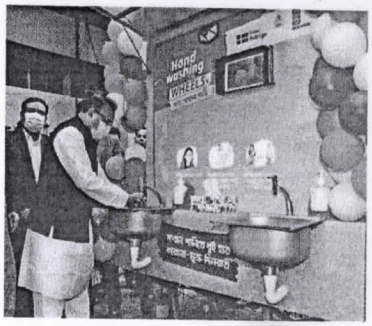

মাননীয় মন্ত্রী জনাব তাজুল ইসলাম মহোদয় "প্যাডেল হ্যান্ড ওয়াস ব্যবস্থাপনা" কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

পুরাতন ধাঁচে হাত ধোয়া কর্মসূচি

নতুন ধাঁচে হাত ধোয়া কর্মসূচি

এছাড়াও ঢাকা ওয়াসার মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের তত্ত্বাবধানে Hand Sanitizer উৎপাদন ও বিতরণ করে করোনা মোকাবেলায় ঢাকা ওয়াসা যুগোপযেগী অবদান রেখেছে।

- **অন্যান্য অর্জন বা সাফল্য ঃ**

২০০৮-০৯ অর্থবছরে ঢাকা ওয়াসার রাজস্ব আয় ছিল প্রায় ৩০০ কোটি টাকা যা ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৬৩৭ কোটি টাকা উন্নীত হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর ৮০% এর বেশি বস্তি এলাকায় ইতিমধ্যে বৈধ পানির সংযোগ দেয়া হয়েছে। প্রথমবারের মত, ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে *Low Income Community* এর গ্রাহকের মধ্য থেকে আদর্শ ২৫ জনকে সম্মাননা স্বারক প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব **জনাব হেলাল উদ্দিন আহমেদ।**

Dhaka WASA Honors its 25 Low Income Community customers

ধারাবাহিক ভাবে ঢাকা ওয়াসার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে উন্নয়ন সহযোগি সংস্থার বিনিয়োগ প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলার যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ। এছাড়াও, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals - **SDGs**) ৬.১ ও ৬.২ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (জুলাই,২০২০-জুন,২০২৫) সাথে একীভূত হয়ে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ও পয়:নিস্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নে ঢাকা ওয়াসা কাজ করে যাচ্ছে।

মোঃ মোকছেদুর রহমান
গবেষণা কর্মকর্তা
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।

২৪/১১/২১
সঞ্জয় কুমার চক্রবর্তী
সহকারি প্রধান (পরিকল্পনা)
পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
ঢাকা ওয়াসা।